

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৮৫১

পর্ব-৬: যাকাত (كتاب الزكاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - যার জন্য কিছু চাওয়া হালাল নয় এবং যার জন্য হালাল

আরবী

وَعَن أنس بن مَالك: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتك شَيْء؟» قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: «النَّتِنِي بِهِمَا» قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَدُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَقَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ!» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلُ أَنَا آخَدُهما بِدِرْهَمِيْنِ فَأَعْظَاهُمَا إِيَّاه وَأَخذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْظَاهُمَا إِيَّاه وَأَخذَ الدِرْهَمَيْنِ فَأَعْظَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فانبذه إِلَى أَهلك واشتر بِالْآخِرِ فَأَعْظَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: «اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فانبذه إِلَى أَهلك واشتر بِالْآخِرِ فَأَعْظَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: «اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فانبذه إِلَى أَهلك واشتر بِالْآخِرِ فَأَعْظَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: «اشْتَر بِأَحْدِهِمَا طَعَامًا فانبذه إِلَى أَهلك واشتر بِالْآخِرِ فَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمُّ قَالَ لَكُ مَنْ فَعْلَ رَبِعُ وَلَا أَرَيَنَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . فَذهب الرجل يحتطب ويبيع فَجَاء وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ وَرَاهِمَ فَاشُتْرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَا وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ وَرَوى ابْن مَاحَة إِلَّا لِتَلَاثَةٍ لِذِي فَقْر مُنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ لُأَنْ تَذِي دَمٍ مُوجِعٍ» . وَالْمَسْأَلَةَ لَا تَصِلُحُ إِلَّا لِتَلَاثَةٍ لِذِي فَقُولُه: «يَوْم الْقِيَامَةِ» وَلَاهُ وَرَوَى ابْن مَاجَه إِلَى قَوْله: «يَوْم أَلْقِيَامَة»

বাংলা

১৮৫১-[৫] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আনসারের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি বললেন, 'তোমার ঘরে কি কোন জিনিস নেই?' লোকটি বলল, একটি কমদামী কম্বল আছে। এটার একাংশ আমি গায়ে দেই, আর অপর অংশ বিছিয়ে নিই। এছাড়া কাঠের একটি পেয়ালা আছে। এ দিয়ে আমি পানি পান করি।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ দু'টো জিনিস আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি এ জিনিস দু'টি নবীর কাছে নিয়ে এলো। জিনিসটি নিজের হাতে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দু'টি কে কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে কিনতে প্রস্তত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এক দিরহামের



বেশী দিয়ে কে কিনতে চাও? এ কথাটি তিনি 'দু' কি তিনবার' বললেন। (এ সময়) এক ব্যক্তি দু' দিরহাম বললে তিনি দু' দিরহাম নিয়ে আনসারীকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে বললেন, এ এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে পরিবারের লোকজনকে দিবে। দিতীয় দিরহামটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে আসবে। সে ব্যক্তি কুঠার কিনে রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলো। তিনি নিজ হাতে কুঠারের একটি মজবুত হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, এটা দিয়ে লাকড়ী কেটে বিক্রি করবে। এরপর আমি এখানে তোমাকে পনের দিন যেন দেখতে না পাই। লোকটি চলে গেল। বন থেকে লাকড়ী কেটে জমা করে (বাজারে) এনে বিক্রি করতে লাগল। (কিছু দিন পর) সে যখন রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে এলো তখন সে দশ দিরহামের মালিক। এ দিরহামের কিছু দিয়ে সে কিছু কাপড়-চোপড় কিনল আর কিছু দিয়ে খাদ্যশস্য কিনল। রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোর অবস্থার এ পরিবর্তন দেখে) বললেন, কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন ভিক্ষাবৃত্তি তোমার চেহারায় ক্ষত চিহ্ন হয়ে ওঠার চেয়ে এ অবস্থা কি উত্তম নয়?

(মনে রাখবে), শুধু তিন ধরনের লোক হাত পাততে পারে, ভিক্ষা করতে পারে। প্রথমতঃ ফকীর যাকে কপর্দকহীনতা মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে ভারী ঋণে লাঞ্ছিত হবার পর্যায়ে। তৃতীয়তঃ রক্তপণ আদায়কারী, যা তার যিম্মায় আছে (অথচ তার সামর্থ্য নেই)। (আবূ দাউদ; ইবনু মাজাহ এ হাদীসটি 'ইলা-ইয়াওমিল ক্নিয়া-মাহ্' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাউদ ১৬৪৫, আত্ তিরমিয়ী ২৩২৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৭৮৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬০৪১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় সাব্যস্ত হয়-

- ১। ডাকের মাধ্যমে কোন জিনিস বিক্রয়ের সময় যে মূল্য বেশি দিবে তার নিকট বিক্রয় করা জায়িয। এ ধরনের বিক্রয় একজনের দাম করার উপরে অন্যজনের দাম করার (যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- ২। বৈধ পন্থায় নিজের হাতে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করা সওয়াল করার (ভিক্ষাবৃত্তি বা চাওয়ার) চেয়ে উত্তম।
- ৩। হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকারের ব্যক্তি ছাড়া সওয়াল করা জায়িয নয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন